# নির্বাচনে হারলে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা ছাড়তে হবে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী




স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

পাঁচ বছর পর জনগণ যাদের নির্বাচিত করবে, তাদের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, পরিবর্তনই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি।

শনিবার (৭ নভেম্বর) রাতে রাজধানীর অফিসার্স ক্লাব ঢাকায় 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস ২০২৬' উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নির্বাচিত সরকারের ইশতেহার বাস্তবায়নে কর্মকর্তাদের নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে। বেআইনি আদেশ অমান্য করে নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা ও নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালন সরকারি কর্মচারীদের মৌলিক দায়িত্ব।

অতীতের নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজনৈতিক চাপ ও ভীতির কারণে প্রশাসনের একাংশ ভোটারবিহীন ও রাতের নির্বাচনে সহায়তা করেছে। এতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রশাসনকে ব্যবহার করে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা বা ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা ঠেকাতে কর্মকর্তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ৭ নভেম্বর কোনো নির্দিষ্ট দলের একক সম্পত্তি নয়; এটি সর্বস্তরের মুক্তিকামী মানুষের অর্জন।

২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বহু মানুষের আত্মত্যাগ, গুম, খুন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এ গণঅভ্যুত্থানের পথ তৈরি হয়েছে। তাই কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক শক্তির এককভাবে এর মালিকানা দাবি করা উচিত নয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অফিসার্স ক্লাব ঢাকার সভাপতি ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী বিজন কান্তি সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ও ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এ বি এম আব্দুস সাত্তার।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ক্লাবের ট্রেজারার ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব আবদুল খালেক। এ ছাড়া সাবেক সচিব মসিউর রহমান, এস এম জহিরুল ইসলাম এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সচিব মাসুদ আলমগীর হোসেন বক্তব্য দেন। শুরুতে জাতীয় সংগীত ও পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর এবং ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে দিবসটি উপলক্ষে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।